ঝিনাইদহে স্বর্ণময়ীর বাড়িতে শোকের মাতম, শহরে নিন্দার ঝড়

ঢাকার মিডিয়া কর্মী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুকে কোন রকম ভাবেই মেনে নিতে পারছে না পরিবার, বাড়িতে বইছে শোকের মাতম, এদিকে কে নিয়ে ঝিনাইদহ শহর জুড়ে চলছে নিন্দার ঝড়।

গত ১৮ অক্টোবর ঢাকা স্ট্রিম হাউজের মিডিয়া কর্মী স্বর্ণময়ী শেরেবাংলা নগরের নিজ বাসায় আত্মহত্যা করে। এই আত্মহত্যার কারণ হিসেবে উঠে আসে একই হাউজের একই জেলার সিনিয়র পুরুষ সহকর্মী আলতাফ শাহনেওয়াজ নয়নের নাম।

স্বর্ণময়ী ঝিনাইদহ শহরের আর্দশ পাড়ার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ভক্তি গোপাল বিশ্বাসের মেয়ে। অপর দিকে আলতাফ শাহনেওয়াজ নয়ন একই শহরের হামদহ এলাকার মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত হোসেনে ছেলে।

এদের উভয়ের গ্রামের বাড়ি একই ইউনিয়নে এবং কর্মস্থল একই হাউজে হওয়ায় সর্ম্পকের সুত্রতা তৈরি হয়। কদিন ধরেই এনিয়ে ঢাকার মিডিয়া হাউজ এবং ঝিনাইদহে সোস্যাল মিডিয়ায় সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

কতিথ আলতাফ শাহনেওয়াজ নয়নের বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা বলে পরিচিতি থাকলেও যারা প্রকৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা তারা বলেন উনি কখোনই মুক্তিযুদ্ধ করেন নি, পরবর্তিতে বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ করে তার ছেলের মাধ্যমে তিনি মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট অর্জণ করেছেন।

স্বর্ণময়ীর বন্ধু স্বজনদের নিকট থেকে জানা যায়, সে একজন অত্যন্ত সাহসি এবং প্রগতিশীল মানষিকতার মেয়ে ছিলেন। একই মিডিয়া হাউজে কাজ করার সুবাদে স্বর্ণময়ীকে নানাভাবে মানষিক এবং যৌন হয়রানি করত এই নয়ন। শুধু তাকেই নয় সেই অফিসের ২৬জন সহকর্মী তার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেন সম্পাদক বরাবর।

কিন্তু সম্পাদক নয়নের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করে অভিযোগ কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে থাকে এই আলতাফ শাহনেওয়াজের ডাক নাম নয়ন। যিনি নির্লিপ্ত নয়ন নামে কবিতা লিখতেন, ছিলেন প্রথম আলো পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদকও ।

তারপর তার পড়ালেখা ও বেড়ে ওঠা সম্পর্কে এখন নানা মুখরোচক